NOV. 27 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ক্যাডাররাই কী বিশ্ববিদ্যালয় চালাবে?

নির্মল সেন

কিছুদিন যাবৎ কিছু ছবি প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায়। এ ছবি জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হল এলাকার। ঐ ছবিতে কিছু সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওরা জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল দখল করতে গিয়েছিল। ছবি দেখে মনে হয়েছে একদল সন্ত্রাসী হল দখল করতে যাচ্ছে আর একদল যাচ্ছে দখল ঠেকাতে। এই ছবি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে নানা মহলে। এই ছবিতে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের চেনা আদৌ কষ্টকর নয়। এদের প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বহন বেয়াইনী কাজ। সকল মহল আশা করেছিল। এই ছবিতে চিহ্নিত মুখগুলোকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটে নাই। তারা প্রকাশ্যে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের দেখছে কিন্তু কিছু বলছে না। কেন বলছে না সে প্রশ্নের উত্তরও নেই কোন মহলে। সরকারী দল একেবারেই নীরব।

অথচ এমন একটা ঘটনায় আজকের সরকারী দল বিএনপি সরব হয়েছিল আওয়ামী লীগের আমলে। সেদিন ঢাকায় ধর্মঘট-হরতাল ছিল। হরতাল ডেকেছিল বিএনপি। হরতালের দিন বিএনপি মিছিল করছিল মীর্জা আব্বাসের নেতৃত্বে। আওয়ামী লীগ মিছিল করছিল ডাঃ ইকবালের নেতৃত্বে। এক সময় দুই মিছিল কাছাকাছি আসে। ডাঃ ইকবালের মিছিল থেকে গুলী বর্ষিত হয়। বেশ কয়েকজন মারা যায় এই গুলীতে। পরদিন ঢাকায় প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে সন্ত্রাসীদের ছবি ছাপা হয়। ঐ ছবিতে দেখা যায় সন্ত্রাসীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ডাঃ ইকবাল। এনিয়ে পত্রিকায় প্রচণ্ড বিতর্ক হয়। কোন কোন কলামিষ্ট প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, এ ছবি বানানো। আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকেও এমন একটি অবস্থান নেওয়া হয়। অধিকাংশ পত্রিকার পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী হিসেবে ডাঃ ইকবালকে গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়। কিন্তু কোন যুক্তিই অতীতের সরকার নেয়নি। কতিপয় চুনোপুটি গ্রেপ্তার হলেও ডাঃ ইকবালের গায়ে হাত পড়েনি। ইকবাল সংসদ সদস্য। গত নির্বাচনে ঐ আসনেই তাকে আওয়ামী লীগ মনোনিত করে। ডাঃ ইকবাল নির্বাচনে জিততে পারেননি।

এই ডাঃ ইকবালকে নিয়েই নির্বাচনের আগে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করে বিএনপি। ইকবালের নির্বাচনী এলাকার দেয়ালের গর দেয়াল ছবিতে ভরে যায়। ঐ ছবি ছিল সেই মিছিলের গুলী বর্ষণের। প্রতিটি ছবিতে ইকবালের সাথে ঐ সন্ত্রাসীদের দেখা যাচ্ছিল। ঐ ছবির জন্য বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ডাঃ ইকবাল পরাজিত হয়েছেন। এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু ঐ ছবি দেখে এবং আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপির সরব প্রতিবাদ দেখে মনে হয়েছিল হয়তো বিএনপির আমলে এই ছবি আমাদের দেখতে হবে না। এ ধারণা হয়তো আমার ভুল ছিল তবুও ভেবেছিলাম প্রথম দিকে হয়তো বিএনপির সন্ত্রাসীরা কিছুটা সংযত থাকবে কিন্তু আমার প্রত্যাশা তা সফল হয়নি।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই দেখলাম দখলের পালা শুরু হয়েছে। সর্বত্রই 'অপর দলের ছাত্ররাও হয়ে গেল ছাত্র দল। মনে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় হল যমুনার চর। যখন যে ক্ষমতায় আসবে তখন তারা লাঠিয়ালদের মতই চড় দখল করবে। তেমনি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছাত্র লীগকে তাড়িয়ে দখল করে ছিল ছাত্রদল। শেষ পর্যন্ত দখল করা বাকি ছিল জগন্নাথ ও জহুরুল হক হল। সে দখলের ছবি দেখেছি আমরা পত্রিকায় পাতায়। আর প্রায় প্রতিদিন ঐ দখলদারদের সশস্ত্র ছবি ছাপিয়ে পত্রিকায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? সে প্রশ্নেরও কোন জবাব নেই। পত্রিকার পাতায় দেখছি প্রতিদিন পুলিশ বিভাগের পরিবর্তন হচ্ছে। পুলিশের কোন কর্মকর্তাই জানে না সে কখন কোথায় যাবে। একটি চরম অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে সচিবালয় থেকে পুলিশের কার্যালয় পর্যন্ত। আজ পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানে না, কারে গ্রেপ্তার করলে বদলি হতে হবে। বা কারে গ্রেপ্তার করলে বদলি ঠেকানো যায়। তাহলে কি আমরা ভাববো, এই অস্থিরতার জন্যই পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না? অন্যথায় মনে হবে পুরানো সরকার আর নতুন সরকারের মধ্যে মৌলিক কোন তফাত নেই। দু'দলের ক্যাডারই সশস্ত্র। দু'দলের ক্যাডারেরই উপর নেতা-নেত্রীদের আশির্বাদ আছে, নইলে এ ধরনের ঘটনা ঘটাবে কে?

আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস আওয়ামী লীগ আমলের ইকবালের মিছিলের সশস্ত্র ক্যাডারদের মত জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলের দখলকারী সশস্ত্র ক্যাডাররাও সব অপরাধ থেকে পার হয়ে যাবে। এরকম একটি লক্ষণই সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্রে পড়েছি ছাত্রলীগ ছাত্রদলের নেতাদের মধুর মিলন হয়েছে। শুনেছি তারা নাকি ভাগাভাগি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে। তারা সহঅবস্থান করবে। হলের আসন বন্টনেও তারা সমঝোতা করবে।

এরপর নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব কাদের হাতে। ভর্তি কারা করে; আসন বন্টন কারা করে। সবকিছু এ দুদল করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি করবে? হয়তো অনেকে বলতে পারে এক উপাচার্যকে তাড়িয়ে আরেক উপাচার্য যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় দখল করেছে তাতে তারও বা কথা বলবার নৈতিক শক্তি কোথায়? যে কোন ছাত্র তাকে বলতে পারে– স্যার আপনি যেভাবে এসেছেন আমরাও সেভাবেই দখল করেছি।

আমার মনে হয় এ ধারণা দখলদারীকে একটি সম্মানজনক নাম দেবার জন্য দুটি বড় দলের দুটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান মিষ্টিমুখ করেছে। যদিও আমি জানিনা এই ছবির সুখের মধ্যে কোন সশস্ত্র ক্যাডার ছিলেন কিনা। সংবাদপত্রের পাঠক হিসাবে আমাদের বুঝতে বাধ্য করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে জবর দখলদারী থাকবে। তারা খুন জখম করছে। এরপর তারা সমঝোতা করে থাকলে পুলিশ তাদের গায়ে হাত দেবে না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কোন আইনের শাসন থাকবে না। থাকবে বড় দুটি দলের শাসন। হয়তো এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত পত্রিকা থেকে হল জবর দখলকারী সন্ত্রাসী ছবি ব্যাখ্যা করা যায়। এ ছবি ছাপা হউক তাতে কোন আপত্তি নেই। আওয়ামী লীগ আমলে এ ছবি ছাপা হয়েছে। ডাঃ ইকবালকে গ্রেফতার করা হয়নি; বিএনপি আমলেও এ ঘটনা ঘটবে; এ ধরনের ছবি ছাপা হবে তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ বড় দুটি দলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডার বাহিনী শত অপরাধ করেও যদি সহবস্থান করতে পারে তাহলে জগন্নাথ ও জহুরুল হক হলের সন্ত্রসীরা সহবস্থান করতে পারবে না কেন? সংগত কারণে আমার আগের কথাটাই বলছি। বর্তমান সরকার এবং দেশবাসীকেও ভাবতে হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কে চালাবে। দেশের আইন নাকি দেশের বড় দু'টি দলের সশস্ত্র ক্যাডারের? এ প্রশ্নের জবাব হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্যকে জবাব দিতে হবে। প্রশ্নটি হচ্ছে জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল আপনার প্রশাসনের এলাকা। এ এলাকায় কোন কিছু ঘটলে এর মূল দায়িত্ব আপনার; আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আইন শৃংখলা রক্ষার আবেদন জানাবেন। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন। এর পরিবর্তে দুই দলের সশস্ত্র ক্যাডাররা যদি নিজের খুশিমত হলের আসন বন্টন করে একে অপরকে খুন করে মধু চন্দ্রিমা করে তাতে করে আইনের শাসন থাকে না। আপনার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে মনে হয় সায়েদাবাদ বা মহাখালী বাস স্ট্যান্ড। এ চিত্রের পরিবর্তন দরকার। এবং এ কাজ শুরু করা দরকার। একের পর এক ছাত্র এসে আমার কাছে অভিযোগ জানিয়ে গেছে দু'পক্ষের সশস্ত্র ক্যাডাররা এখন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। আর পুলিশের সাহায্য পাচ্ছে ছাত্র দলের ক্যাডাররা। সাধারণ ছাত্ররা হলে ফিরতে সাহস পাচ্ছে না। আমার বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবই জানেন। তাই আমার আবেদন এই চিহ্নিত জবর দখলকারীদের গ্রেপ্তার করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা।

[লেখক : রাজনীতিক ও কলামিষ্ট]